তমসা প্রহরে ও
ঈগল
অজয় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ-সজ্জা
করেছেন
প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীইন্দু রক্ষিত

ঈগলঃ ও অন্যান্য কবিতা

অজয় ভট্টাচার্য

রেণুকা দেবী কর্তৃক
প্রকাশিত।

ও
(সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

পি ১৬৩ নং রসা রোড,
কমার্শিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীশচীন্দ্র কুমার চন্দ কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ,
মার্চ্চ ১৯৪১
মূল্য
দেড় টাকা

ঈগল

ঈগল নামিছে—রাতের ঈগল,
আঁধার-ঈগল মরণের মত পাথুরে' শীতল,
নামিছে ঈগল।
কালো পাখা যেন বোমারু বিমান
লক্ষ কবরে বদ্ধ বাতাস তারি পাশে যেন ঘূর্ণায়মান।
ঝিম ঝিম ঝিম ধুতুরার নেশা
সাপের চুমার তাজা বিষ মেশা—
ঘুমের মতন
বুভুক্ষিতের কালো ফুটা ফাঁকা ক্ষুধার মতন
রিরংসিতের কামের মতন নামিছে ঈগল—
পৃথিবীর স্নায়ু হয়েছে বিকল।
মাটির এ ঢেলা অনেক চলেছে চাকার সমান
অনেক দুলেছে সাগরের প্রাণ
কাঁপর মরুর হুলদে নিশাস ফুঁসিয়া মরিছে কত যুগ ধরি'
কত ঝর্ণার শ্বেত সঙ্গীত নীল পাহাড়ের গুহা রাখে ভরি,

কালো এ ঈগল সবার উপরে
কালো ছায়া নামে খেলনা-ভরা এ বেলোয়ারী ঘরে—
ঈগল নামিছে, রাতের ঈগল—তপ্ত মনের হিমেল স্বপন
মোমের মানুষ হয়ে এলো অই মমির মতন
আয়ুর ফানুস চিমসে ফতুর
ঈগল নামিছে পাখায় বাজিছে চূর্ণিত সুর।
সূর্যের শেষ
রাত্রির শেষ
কালের চাকায় ঘুণের আবাস—হয়েছে অচল
নামিছে ঈগল।

মানুষ

শতাব্দীর লৌহচক্রে আজো মোরা নিষ্পেষিত মানুষেরা হই নি বিলীন,
আছে পরমায়ু আজো, দীর্ণ পঞ্জরের মাঝে আহত নিঃশ্বাস বহে ক্ষীণ
এখনো শুনিতে পাবে। কোমল এ রক্ত মাংস কঠিন পাষাণ চেয়ে বুঝি,
বক্ষ 'পরে পাষাণের ভারে নিশ্চিহ্ন হ'ল না তাই, আজো কিছু পাবে খুঁজি।
নগরের ধূম্র নভে আমাদের নিষ্প্রভ নয়ন অন্বেষিছে নীল রেখা,
মৃত অরণ্যের স্বপ্নে মোরা ভাবি দূরে দূরে ফাল্গুনের পাই কিনা দেখা।
দিনান্তের খেয়াঘাটে রাত্রি লয়ে আঁখি-আগে কহি আজো ফুরায় নি দিন,
শতাব্দীর লৌহ-চক্রে আজো মোরা নিষ্পেষিত মানুষেরা হই নি বিলীন।

জ্ব'লে যাওয়া কুটীরের রুধিরাক্ত ভস্মস্তূপে দেখিছ না মোরা খেলি ফাগ?
পূর্ণিমার চন্দ্র সাক্ষী, মৃত্যুমুখী আমরাও প্রেয়সীর লভি অনুরাগ।
বিভ্রান্ত বিহ্বলক্ষণে পৃথিবীর ধূলিপথে খুঁজি মোরা যৌবন-সুবাস,
দেখিতে কি পাও? আমাদেরো আছে অভিসার আছে কত প্রেম-অধিবাস!
অকস্মাৎ কোনোদিন অকারণে করি যদি মন-দে'য়া-নে'য়া মিছে ভুল—
সে কি বল অপরাধ? উষার চুম্বন চাহে নাকি ভাঙ্গা ফাটলের ফুল?

হৃত প্রণয়ের বিষে আমরাও হই জেনো জিঘাংসা-প্রমত্ত কালনাগ,
জ্ব'লে-যাওয়া কুটীরের রুধিরাক্ত ভস্মস্তূপে দেখিছ না মোরা খেলি ফাগ ?

স্বর্ণময় ধরিত্রীর অপর্যাপ্ত আদরের নষ্ট শিশু তোমাদের দেখি,
হাসি মোরা ধূলিসাৎ বুভুক্ষিত শুষ্ক নর, পরাজয় আমাদের সে কি ?
ক্ষীণায়ু পুতুল হয়ে খেলা ঘরে কর বাস সংঘাতের ভয়ে কম্পমান,
তৃষা-তীব্র আমরা যে তীক্ষ্ণ তলোয়ার জানি, বিষ-রক্ত করিয়াছি পান ;
শ্বেত সৌধে মণি-কক্ষে সভ্যতার ভীরু হিয়া স্তিমিত লজ্জায় করে বাস,
আমরা যে কাপালিক দীনতার পাত্র ভরি' পান করি অনন্ত নির্যাস।
অলক্ষ্যের জহুরী সে সত্যের নিকষ পাতি' বুঝিয়াছে তোমরা যে মেকী,
স্বর্ণময় ধরিত্রীর অপর্যাপ্ত আদরের নষ্ট শিশু তোমাদের দেখি।

রাত্রি হ'ল দীপান্বিতা, দেখ দীপ্ত শিখা তার—জ্বালিয়াছি মোরা জ্ব'লে জ্ব'লে,
তোমাদের জয়-পথে আলিম্পন দেখিয়াছ রক্ত-রাগে আঁকিয়াছি ব'লে।
দুঃসহ আনন্দ সে যে তোমাদের স্বাস্থ্য-ভার ধরি মোরা বাসুকির প্রায়
আমাদের চিনিবে না চাহিবে না জানি পাছে পীতদৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে যায়।

পিঞ্জরে পোষাকী পাখি ঐশ্বর্যের খুদ-কণা ওষ্ঠ-পুটে ধরিয়াছ সুখে
অতৃপ্তির অসম্ভব অনাগত সম্ভাবনা রাখি জেনো এই শীর্ণ বুকে,
মোমের প্রদীপ মোরা ফুরায়ে ফতুর নই, রহি তবু যদি যাই গ'লে
রাত্রি হ'ল দীপান্বিতা, দেখ দীপ্ত শিখা তার—জ্বালিয়াছি মোরা জ্ব'লে জ্ব'লে।

চিরন্তনী

একদিন গৃহকোণে দীপ সাক্ষ্য রাখি'
ভালে তব অনুরাগ—রাগলেখা দিনু আঁকি ;
হৃদয়ে স্তনিত সপ্ত সমুদ্রের ভাষা
বারে বারে চ'লে যাওয়া কত বসন্তের বর্ণময় অপরূপ রূপময় আশা
একটি সামান্য ভাসে অসামান্য হলো—
"আমি তব, শুধু তব"—সে কথা কি মনে আছে বলো ?
সীমাক্ষুদ্র আঁখি দুটি ভরি'
অসীম লাবণ্য তব রেখেছিনু ধরি ;—
সেদিন আমার গৃহে বিকচ শর্বরী।

অই দেখ সাগরের তীর ঘিরে ঘিরে
সে রাত্রি এসেছে ফিরে ;
আমাদের সেই রাত্রি, সেই গুঞ্জরিত পলকের চিরক্ষণ
দেখিছ কি শিহরি দুলিছে অই কিংশুক-পলাশ বন ?

স্থবির পর্ব্বতে আসে কবেকার পলাতকা উদ্বেল যৌবন!
সে রাত্রি এসেছে ফিরে
তোমায় আমায় ঘিরে!
গগনে কি
পবনে কি
স্বপনে কি
কিংবা মনে শুধু মনে
সেদিনের মাল্য-গন্ধ
সেদিনের দোলা-ছন্দ কোন্ যাদুকর এনেছে বাঁচায়ে?
সেদিনের সেই কথা "আমি তব, শুধু তব"—সঞ্চরিছে মৃদু মৃদু পায়ে
কত গীতি গড়ি'
হৃদয়ের নীরবতা ভরি'—
আজিও আমার গৃহে বিকচ শর্বরী।

এ রাত্রির শেষ নাই,
এ খেলার শেষ নাই,

যুগে যুগে নব নব গ্রহ-তারকায়
তুমি আমি আসিয়াছি ফিরে ফিরে এই প্রেম এই রাত্রি
গাঁথিয়া মালায়।
সমুদ্রের দুটি ঢেউ
চিরদিন চিরকাল তুমি আমি, নহে আর কেউ ;
বাসরের দুটি বর-বধূ
সেও প্রিয়া তুমি আমি, বহিয়াছি অলক্ষ্যেতে বক্ষে চিরমধু ;
দুটি দীর্ঘশ্বাস
চৈতালীর দুটি ঝরাপাতা ছিন্ন-করা অরণ্যের মায়াপাশ
সেও আমি তুমি, তুমি আর আমি
অনির্দেশ পথগামী।
এই রাত্রি আজিকার নয়,
ছিল, আছে, র'বে,—চিতাভস্মে জন্ম ল'য়ে হবে তার
জয়মাল্য জয়।
এসো প্রিয়া
শত অয়স্কান্তমণিবিভা তোমাতে উঠুক বিকশিয়া ;

ভাঙিয়াছি গড়িয়াছি বার বার আমরাই জীবনের পাত্রখানি
তুমি জানো, আমি জানি,
ধুতুরা মহুয়া নয়, দেহ-পাত্র দেহ' আজ সুতীব্র আশ্লেষে ভরি'
দেহ' এই প্রকম্পিত ওষ্ঠে ধরি'
মোর গৃহে মৃত্যুহীন বিকচ শর্বরী॥

ও অন্যান্য কবিতা।

পাতাল কন্যা

পাতাল কন্যা জাগো,—
জাগিবে না আর পাতাল-কন্যা নাগেদের মেয়ে,
রাতের মতন নিদালী নেমেছে নীল আঁখি ছেয়ে।
সাগর ফেনার পালঙ্ক রচি' পাতাল-কন্যা ঘুমায় ঘুমায়
ধূপের ধোঁয়ায়।
ফটিক-বাতির হল্‌দে আলোয়
সাপ খেলে যায় কবরী-কালোয়—
দুধের বরণ পাতাল-কন্যা—নিথর পাথর—ঘুমায় ঘুমায়,
জাগিবে না আর শঙ্খপুরীর রূপ-কুমারের জীয়ন-চুমায়।
পাতাল-কন্যা জাগো।
আজি নামে ঘুম আকাশে আকাশে
ঘুম ঘুম ঘুম মেরুর বাতাসে
পৃথিবীর 'পরে
সপ্ত সাগরে

মানুষের ঘরে
ইতর নগরে
ঘুমের জটায়ু পক্ষ ছড়ায়
ফুটো আর ফাঁকা সৌধ-চূড়ায় তারা-দেখা ছেঁড়া কুটীর-ছায়ায় ;
পাতাল-কন্যা ঘুমায় ঘুমায়।
পার' কি জাগাতে ?
তালপত্রের খাঁড়ার আঘাতে
ঘুম-দানবের যাদুর শিকল কাটিত যে জন
রাজার কুমার রূপের কুমার আজি মিছে সে যে ফাঁকির স্বপন।
পার' কি আনিতে পাহাড়-গলানো
সাগর শুকানো
মরণ বাঁচানো
জীবন-ভুলানো
তেপান্তের মাঠের বাঁশিটি ?
সাত ভাই বোন চম্পা পারুল তাদের হাসিটি

পার' কি ফিরাতে—
তোমাদের এই রোডোডেনড্রন ক্যাকটাসে ভরা কাঁচের ধরাতে ?
পার' কি ফিরাতে সেদিনগুলিরে এ দিনের মাঝে—পার' কি ফিরাতে ?
চাঁদের ঝালর-দোলানো রাত্রি
তারার চুমকি ছড়ানো রাত্রি
জাগর-রাত্রি ফিরাও ফিরাও
তোমার মাঝারে ঘুমানো 'তুমি'রে জাগাও জাগাও ;—
সাগর দুলিবে,
আকাশে আবার পক্ষীরাজের কেশর দুলিবে,
নিদ্-মহলের দুয়ার খুলিবে,
কাল-কৌটায় বন্দী সে কাল, পার' না ফিরাতে ?
পার' না ছড়াতে ?
পাতাল-কন্যা ঘুমায়, ঘুমায়।
তোমরা টেনেছ ভুলের পর্দা তারে ঘিরে ঘিরে দেখ না কি তায় ?
সে ভুল ভাঙাও
নিদ্রাভাঙার মন্ত্র জাগাও,

পাথর পৃথিবী—রঙের আখরে শিলালিপি তার
তোমরাই লেখ' রূপ-কথিকার,
একটি কথার
কাহিনী অপার ;
পাতাল-কন্যা জাগো
পাতাল-কন্যা জাগো
পাতাল-কন্যা জাগো

ও অন্যান্য কবিতা।

তোমরা

তোমাদের কবি নই,
নাগকেশরের যৌবন-সুধা আমার কাব্যে কই?
তোমরা উষার উদয়ী সূর্য সুরু সবে হলো পথ,
আমি প্রান্তিক গোধূলি-প্রান্তে ভাঙ্গিয়াছে আয়ু-রথ,
রাতের আঁধার ললাটে লইয়া কি আর কহিব বল'—
আমার চৈত্রে তোমাদের বুঝি ফুলের ফসল হলো।

এই তো হয়েছে রাতি,
দিনগুলি মোর জ্বালায়ে জ্বালায়ে জ্বালি তোমাদের বাতি,
হেথায় দেখেছি জোয়ার-নদীতে অকাল-ভাঁটা সে বয়,
ফুল-শয্যার মমতার বুকে নাগ-দংশন রয়।
পৃথিবীর ধূলি বিষের ভাঁড়া সে মানুষ নেশায় বুঁদ,
বুক ফাটা অই দীর্ঘ নিশাস ফাটে যেন বুদ্ বুদ্।

আমি তো দেখেছি তাই,
আমার কাব্যে মহুয়ার মধু একটি ফোঁটাও নাই,
তোমাদের লাগি' ছেড়ে দিয়ে যাই মরুভূর উষরতা
মায়াবী তোমরা পার'তো জাগা'য়ো একটি মাধবী লতা॥

ও অন্যান্য কবিতা।

কবি

আমাদের যাত্রাক্ষণে চক্ষুহীন পান্থের মুখোস ছিল মুখে,
ভিক্ষুকের ফুটা পাত্র ছিল হাতে দুর্বলের অভিমান বুকে—
একটানা কৃষ্ণা রাত্রি পঙ্গুপদ যাযাবর মোরা বুঝিয়াছি;—
চলা নয়—ঘূর্ণিসম ঘুরে ঘুরে বুঝি নাই আজো বেঁচে আছি।
সুন্দরে সন্দিগ্ধচিত্ত নারকীয় অবিশ্বাসে খর্ব দেহ মন—
সারি সারি ছায়াকীট আপনারে অনুসরি' ছিনু অনুক্ষণ।
দুঃসাহসী কবি তুমি আমাদের হিমায়িত পৃথিবীর প্রাণে
অনাঘ্রাত বসন্তের চান্দ্র রাত্রি আনিয়াছ কল্লোলিত গানে!
কোথা কোন্ নিহারিকা চক্রায়িত, অলক্ষ্য নক্ষত্র কোথা' জ্বলে,
অগ্নিগর্ভ সে-ইসারা পাইয়াছ; দীপ্তিটীকা ভালে তাই ঝলে:
এক কক্ষে আমাদের পরিক্রমা,—তৃণে তৃণে সবুজ উৎসব
পাই নাই বার্তা তার; হায় কবি মৃত্তিকার অন্তর-সৌরভ
বহিয়াছ ক্লিন্নদের তরে তুমি।

পাথরের পুতুল আমরা,
প্রাণের প্রাচুর্য কত দিবে কবি ঘুচাইতে যুগান্তের জরা ?
এ সূর্যের পীত পিণ্ড ঘিরে আছে নাগরীয় ধূম্র-অজগর,
অরণ্যের নীল স্বপ্নে স্বপ্নায়িত করিবে কি লোহিত নগর ?
রামগিরি-অলকার পান্থ মেঘ জম্বুচ্ছায়া আনিয়াছ তুমি,
উজ্জয়িনী হলো বুঝি কল্পরূপে আমাদের তৃষ্ণা-মরুভূমি !
প্রদগ্ধ কণ্টক-বনে কুরুবক-কিংশুকের এ কি অভিযান—
আমাদের রুদ্ধ কর্ণে পশে সপ্ত সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত গান !
মনে হয়, পারি বুঝি ভুলে-যাওয়া ফুল-বাস ফিরায়ে আনিতে,
কবেকার কানে কানে ডাকা নাম আজো পারি ডাকিতে নিভৃতে,
হায় কবি, অবন্ধন চেতনায় পাষাণের ঘুম দিলে ভাঙি'—
শতাব্দীর ক্লেদকালি মন্দারের বর্ণরাগে উঠিয়াছে রাঙি'—
বড় ছোট পুরাতন এ-পৃথিবী, আমরা যে মহাপক্ষ পাখী—
কেন চিনাইলে কবি—ছিনু ভাল, ছিনু বন্দী নষ্টনীড়ে থাকি'।

ও অন্যান্য কবিতা।

তুমি আর আমি

শকুন্তলা,
নগরের এই সৌধ-কোটরে এলে কবে তুমি সুচঞ্চলা ?
সে-বনতোষিণী নাহি যে হেথায় ফুলেরা বন্দী মাটির টবে,
আছে সখী শত নাই সখী দুটি, শুধাই তোমারে কেমনে র'বে।
আমি-ও তো নই সে-দুষ্মন্ত, একাল নয় যে সে-কাল জানো,
ইট-পাথরের পরতে পরতে সে-যুগের সুধা কেমনে আনো
হয়নি বলা,
শকুন্তলা।

শবরী তুমি,
আদিম-কন্যা তুমি-ও এসেছ চির-তিয়াসার ঊষর ভূমি !
আমি-ই শ্রীরাম ? মোরে চেয়েছিলে ? ব'লো না সে আর শুনিবে ওরা,
কলের আগুনে ক্ষুধার দহনে আজের আকাশ দেখ'না পোড়া—

মনে পড়ে নাকি বিভাসে সানাই বেজেছিলো মোর বিয়ের দিনে,
ঘরের ঘরণী মনের বরণে প্রিয়-বধূ ব'লে নিয়েছি চিনে
কপোল চুমি'
শবরী তুমি!

যক্ষপ্রিয়া!
তা-ও কি তুমি-ই উজ্জয়িনীর কাব্য-বিলাসে জড়ানো হিয়া,
কোথা সেই মেঘ নাই সে অলকা আমি নই কভু যক্ষ তব,
হিসাব গতিয়ে পাইনে কবিতা, মেঘ-দূতে আমি কি আর ক'ব?
বিচ্ছেদে তব বড় জোর পারি লিখিতে দু'চার পত্র-লেখা,
হয়তো পারিব বাতি নিভাইয়া বিনায়ে বিনায়ে কাঁদিতে একা
উজ্জয়িনী
যক্ষপ্রিয়া!

ওসব ফাঁকি,
তুমি আর আমি তুমি আমি শুধু সে কথাটি কেন ভুলিয়া থাকি?

ভঙ্গুর মম দেহের শিরায় জ্বেলেছ তরল রং-মশাল,
অনামী যুগের বড় বড় নাম তার লাগি মোরা নই কাঙাল।
খসিছে নগর অজগর সম,—তব নাম প্রিয়া, প্রীতম্ আমি,
এ নয় কাব্য, বেঁচে থাকা শুধু দুয়ে এক হয়ে দিবসযামি

স্বপ্ন রাখি'
ওসব ফাঁকি।

শুনিতে পাও?
নহে বল্কল চিনাংশুক বা, নীল সাড়ি দেহে জড়ায়ে নাও।
লোধ্র-রেণু সে বাজে কল্পনা, ললাটে সিঁদুর পর'তো দেখি,
তোমার মত-ই তোমারে পাইতে ভালবাসি আমি জান না সে কি?
এইখানে বসো, নহে শ্বেতশিলা, ইটের সিঁড়ির বাঁধানো ধাপে,
চেয়ে দেখ দূরে নগর-সীমায় বিজলীর বাতি কেমনে কাঁপে,

বারেক চাও—
শুনিতে পাও?

লাগিছে বেশ !
বলেছি তো আমি—তুমি আর আমি তোমাতে আমাতে নিশেষে শেষ,
মনে হয় যেন শুনিতে পেয়েছি তোমার বক্ষে ঝড়ের গান,
সে কি কিছু নয়, অধর পরশি' অনিত্য সুধা করি যে পান—
'যাই' বলে তুমি আরো কাছে আসো, 'আসি' বলে কভু যাও যে দূরে
নয় সে কবিতা, এলোমেলো কথা ; তবু যেন শুনি বাজিল সুরে—
অশেষ রেশ
লাগিছে বেশ !

স্বপ্ন-দ্বীপ

কাল রাতে স্বপ্ন এলো চোখে—হয় না তো কোন দিন হেন,
কালি-ঢালা নদীজলে পথ-ভোলা ক্ষীণ ঝিলিমিলি যেন
দ্বিতীয়ার চন্দ্রিকার। স্বপ্নের সে অর্থহীন ধ্রুব ভাষা
এখন পাবো না ফিরে আর, নাই মাধুর্যের সে-কুয়াসা ;
ছন্নছাড়া ঢেউগুলি তবু মরে নাই, ফেলিছে নিঃশ্বাস
চিত্রালি বিহঙ্গ ওরা চ'লে যাবে—বাজে শেষ কণ্ঠ-ভাষ,
শুনে নাও। ধূমায়িত স্মৃতি-কোঠা মাঝে চূর্ণ মুক্তাগুলি
আছে আজো, তুলে রাখো পাছে ভুলে একেবারে যাই ভুলি'।

সাগরের দ্বীপ হ'তে এলো স্বর্ণ-তরী রাজহংস প্রায়,
চৈত্রের রূপালি রাত্রি শিহরিল আনন্দের বেদনায়,
চ'লে গেনু কোন্ রাজ্যে—কেন, কোথা—আজ আর নাই মনে ;
নারিকেল কুঞ্জে-ঘেরা প্রবাল-প্রাসাদ মাঝে চান্দ্র ক্ষণে
দেখেছিনু তোমারে কি ? স্বপ্নিল-প্রয়াণে তুমি-ও কি বলো
গিয়েছিলে সেথা ? স্বপ্ন-কন্যা তুমি হ'লে ? কি জানি কি হলো

আফিমের ফুলের আঘ্রাণে চিত্ত মোর উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমরা
ওপারে হলো যে বন্দী ভুলে গিয়ে এপারের রম্ভা ধরা।
সমুদ্র-স্তনিত দ্বীপে ফটিকের বাতি-জ্বলা সৌধ-কক্ষে
তুমি-ই কি জল-কন্যা মোরে ডেকেছিলে লাজ কম্প্র বক্ষে?
বলেছিলে, "হে অতিথি, মোর সপ্তর্ষির তিথি এলো যদি
পলকে পূরিয়া লও পাও নাই যাহা, পেয়ে নিরবধি"।
অঙ্গুলির অগ্নিশিখা দিয়ে কেন বলো পরশিলে হায়
এপারের দেহ মোর? মোমের পুতুল সম উষ্ণতায়
স্বপ্ন মোর গেল টুটে।—প্রাণহীন নিষ্ঠুর সে জাগরণ!
পারো নাকি তুমি হ'তে সেই তুমি আজ—মোর মাল্যপণ?

স্বপ্নের সে শ্বেত শুভ্র দ্বীপে কি জানি কি জ্বলন্ত কথিকা
পার নাই নিঃশেষে বলিতে, ছিল তবু আঁখিপটে লিখা—
সে কথা যে হবে না এ অতি-সত্য নগরের সৌধ-তলে
ক্ষণ তরে পারো না কি হ'তে সে-ক্ষণিকা কোন' মায়া-বলে?
একটি মুহূর্ত শুধু, সুন্দর সে মিথ্যা মাঝে চির-প্রিয়া

আপনার সত্যবিভা—শপথ আমার—দাও বিস্তারিয়া—
নারিকেল কুঞ্জে-ঘেরা ঝিনুকের ঘরে নামুক সে রাতি
শিয়রে জাগুক শত কোটী প্রেমদশী ফটিকের বাতি।

সহজিয়া

কোথা পেলে অই কৃষ্ণচূড়ার ফুল ?
কেতকী-পরাগে করেছ অঙ্গ-রাগ,
বেণী-বন্ধনে বেঁধেছ কালিয়া-নাগ !
এ তুমি কি তুমি ?—মন হলো নিরাকুল।
কোথা পেলে অই কৃষ্ণচূড়ার ফুল ?

ভাল সাজিয়াছ বনের বন্য বালা !
নয়নে রেখেছ তেমনি হরিণ-চাওয়া।
অরণ্য-মধু অধরে যাবে কি পাওয়া ?
কণ্ঠে বাজিছে ঝর্ণার গীতি-পালা,
ভাল সাজিয়াছ বনের বন্য বালা !

কালো মেঘে মেঘে রাতের কৃষ্ণা সাজ।
পাহাড়ে নেমেছে বাদল উচ্ছ্বসিয়া,
তাই নাগরিকা হ'লে মেয়ে পাহাড়িয়া
বনের ভাষায় কথা কওয়া আজি কাজ—
কালো মেঘে মেঘে রাতের কৃষ্ণা সাজ।

পুরানো কথার ধার গেছে কবে ক'মে!
নব-কাহিনীর আসর জমুক আজি
বাসি ফুলে নয়, নূতনে সাজাও সাজি;
জলের দিনের জল্‌সা উঠুক জ'মে
পুরানো কথার ধার গেছে কবে ক'মে।

মন্দ কি বল' কালো মেঘ চির দিন।
নগ্ন বাহির এমনি রহুক ঢাকা,
বিশ্রী ফাটলে মেকির প্রলেপ মাখা—
ফাঁকির ফানুস হয়ে গেছে কবে ক্ষীণ;
মন্দ কি বল কালো মেঘ চিরদিন।

বহু আবরণে বরণ লুকানো ছিল
ধোঁয়ার আড়ালে ছিল যে বহ্নি-কণা
একমনা হলে তুমি চির-আন্‌মনা
ঘুমের ঘোমটা এ রাতি তুলিয়া দিল,
বহু আবরণে বরণ লুকানো ছিল।

বড় ভালো লাগে জড়ানো অস্ফুট কথা—
প্রাণের ফলকে রঙে রঙে লেগে থাকে।
নরম মমতা ধুতুরার মধু রাখে;
চ'লে যাক তব দেহের বেতস-লতা
বড় ভালো লাগে জড়ানো অস্ফুট কথা।

কালের পাখার একটি পালক রাতি
মোদের হয়েছে, এনেছে মেদুর ছায়া,—
পাছে চ'লে যায় তাই লাগে বড় মায়া,
নিভে যায় পাছে মোহের মোমের বাতি।
কালের পাখার একটি পালক রাতি।

ভুল বুঝি সব ? ভালো সে মধুর ভুল,
নিরেট মাটির পৃথিবী গলিছে অই
তুমি আর আমি ওদের কেহ তো নই,
অলকে তোমার কৃষ্ণচূড়ার ফুল,
ভুল বুঝি সব ? ভালো সে মধুর ভুল।

প্রথম আষাঢ়

এ আষাঢ় সে আষাঢ় নয়,
অলকার কোন' স্নিগ্ধ স্মৃতি
গ্রাম-চৈতো ম্লান সন্ধ্যাচ্ছায়ে
উদয়ন-কথা ? কোথা সেই
আমাদের লৌহচক্রে লাগি'
নিঃশেষে গিয়েছে ভাঙি',
বর্ষার নয়ন ভরি' ঝরে
কুমারীর প্রথম প্রণয়-অশ্রু
আজিও আষাঢ় আসে অই
জীবনের তপ্ত রাজপথে
দিগ্বিজয়ী তৃষ্ণিকার কাছে
আজিকার বজ্রবাহী মেঘে
দেখিতে কি পাও আছে লেগে ?
শুনেছ কি কেহ কহে বসি'
বাপী রেবা—বহে না উচ্ছ্বসি'।
সেদিনের কবির বিলাস
মেঘদূত অবিশ্বাস্য পরিহাস !
বৈধব্যের ব্যর্থ আঁখিজল—
নহে ইহা মুগ্ধ ছলছল।
প্রথম আষাঢ় তবু নাই,
কুরুবক-গন্ধ কোথা' পাই ?
বরষার ক্লিন্ন পরাজয়—
এ আষাঢ় সে আষাঢ় নয়।

আমরা-ও সে মানুষ নই, আকাশের সুনীল ইসারা
যাদের নয়নে ছিল আঁকা; অরণ্যের সুগহন সাড়া
অনাবৃত প্রাণে যারা পেত'—আমাদের পীত রক্ত মাঝে
তাহাদের কোন' দান নাই, মরি না তো ভীরুতার লাজে!
আরণ্য বাসরে তৃণ'পরে সাথে ল'য়ে বনের বালিকা
পারি কই আদিম প্রণয় দিতে নিতে—মিথ্যা সে কথিকা!
স্থবিরা পৃথ্বীর প্রতি অঙ্গে অনির্বাণ যৌবনের জ্বালা
দেখিতে কি পাও কিছু বল';—শূন্য তাই মাটির পেয়ালা।
যাযাবর চিত্ত তাহাদের খুঁজিয়াছে অসীম আবাস
আমরা যে চিরবন্দী স্বর্ণগৃহে, কোথা পাই একটু নিঃশ্বাস?
আপনার কথা শুনি প্রেত-ভীতি জাগে, মুক্ত ভাষা কই?
আমরা-ও সে মানুষ নই।

সে কাল গিয়েছে ম'রে কবে, সেই সূর্য চিতাশয্যা' পরে।
ক্লান্তপদ যাত্রী সব চলে ধূমায়িত ক্ষুদ্র দীপ ধ'রে;

পৃথিবীতে আসে না উৎসব ; অসঙ্কোচ সোম-রস-ধারে
আসে কই বসন্তের রাতি শিহরিত পর্ব্বতের পারে ?
মালবিকা নিপুণিকাদল বুভুক্ষার নির্ব্বাক দহনে
ছুয়নি কি দগ্ধ প্রাণে প্রাণে—ওরা গেছে সেকালের সনে।
বেতসের ছায়াকুঞ্জতলে কান পেতে পাও শুনিতে কি
প্রণয়ের একমাত্র ভাষা—তোমার আমার ভাষা সে কি ?
ইতর স্পর্দ্ধার শরজাল আকাশেরে বিঁধিয়াছে অই
সমুদ্র-মেখলা সে-পৃথ্বীরে এ পৃথিবী আজি চিনে কই !
আমাদের শেষ বুঝি নাই একাল অমর হয়ে র'বে,
সে কাল গিয়েছে ম'রে কবে !

এ আষাঢ় সে আষাঢ় নয়, সেদিনের একটু আভাস
এতটুকু ছিন্ন কালো মেঘ পাবে কোথা' পুড়ন্ত আকাশ ?
নির্ব্বাসিত আমরা যে কবে সেকালের কল্প-পুরী হতে,
কোন' সেতু পারি নি বাঁধিতে বিস্মৃতির স্তব্ধ রুক্ষ স্রোতে।

সে-তৃষ্ণায় কি বা কাজ বল'—এর চেয়ে এই ভালো না কি
পোষাকী মানুষ মোরা এসো মণি-কক্ষে সুসজ্জিত থাকি।
ঝিম ঝিম নেমেছে বরষা? বাতায়ন দাও বন্ধ ক'রে
অসভ্য কেতকী যদি ফোটে অবজ্ঞায় যাক তবে ঝ'রে;
বর্বরের তুচ্ছ গৃহকোণে ঘৃতের প্রদীপ যদি জ্বলে
আমাদের ক্ষতি নাই জানি, আমরা তো প্রাসাদের তলে;
আজিকার কবি বর্ষা লাগি' ভূর্জপত্র করিবে না ক্ষয়—
এ আষাঢ় সে আষাঢ় নয়।

রাত্রি

কোন' দিন ভেঙ্গেছে কি ঘুম—বাহিরে ঘুমায় যবে
রাত্রির প্রহরগুলি ? দুঃস্বপ্ন জড়ায়ে থাকে নভে—
দেখেছ কি স্বচ্ছ চোখে আঁধারের মুক্ত বাজপাখী
আকাশের কৃষ্ণপটে দিগ্বিজয়-চিহ্ন যায় আঁকি' ?
নিষ্পেষিত অজগর সম নগরের পথ-রেখা
প্রেত-চক্ষু প্রহরী-প্রদীপে বিসর্পিল যায় দেখা—
দেখছ কি কোথা হতে আসে কৃশতনু নিশাচর
মানুষেরা,—ক্ষণতরে অন্ধকারে বাঁধে তা'রা ঘর।

বন্দরে ঘুমায় রাতে দেখ নাই পোষাকী জাহাজ—
সমুদ্রের পার হতে আসে তরী নির্লজ্জের সাজ,
ছিন্ন পালে বাতাসের বিদ্রূপের পরিভাষা বহি',—।
বিগত-মহিমা ওরা—কহে, মোরা তোমাদের নহি।
শুনেছ কি সেই কথা ? কহে ওরা, এই স্বর্ণ-তীরে
কত দিন কত রত্ন দিনু মোরা, দাও কিছু ফিরে,

এ-তীরের উৎসবের সুরভিত একটু নিশাস
আমাদের পালে দাও—নিয়ে যাই অস্পষ্ট আভাস।

আর রাত্রি নাই বুঝি,—সুনিদ্রার শীতল শিকল
এখনো জড়ায়ে আছে, নীল স্বপ্ন চোখে টলটল্;—
মৃতের প্রদীপখানি পারিলে না এখনো নিভাতে
দেখিলেনা অপরূপ বীভৎসতা রাত্রির সভাতে,
আকাশের পদাঘাতে ছুয়োরাণী অশ্রুমুখী তারা
অপসৃত নক্ষত্র-বাসর হতে—চলে লক্ষ্যহারা!
তোমার পৃথিবী হ'তে দেখিলে না পৃথিবীর শব
আর রাত্রি নাই বুঝি, থামে নৈশ মিছিলের রব।

একটি বর্ষার দিন

কৃষ্ণ মেঘে লঘুপক্ষ বলাকার সারি
নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে হলো অভিসারী ;
ব'সে আছি বাতায়নে,
কহি কথা ফেলে-আসা দিনগুলি সনে।

আজিকার তৃণদলে ফটিক সমান
কবেকার অশ্রুজল রহে দীপ্তিমান্,
কোন্ রাতে জ্বালা বাতি
বজ্র-শিখা আজো রাখে নিজ বক্ষ পাতি'।

হারানো সে পত্র-লেখা ছিন্ন পত্র হয়ে
অসন্ধান কারে খোঁজে মোর বার্তা লয়ে !
রজনীগন্ধার বনে
কার কেশ-বাস আনে স্বপ্ন ক্ষণে ক্ষণে !

সেদিনের চাওয়া পাওয়া মিছে ধূলিখেলা
প্রলাপে মুখর করে অবসন্ন বেলা ;
কত মান অভিমান
ভাঙ্গা পাত্র ভরি' মোরে সুধা করে দান।

অতীতের ব্যথাখানি চন্দন-প্রলেপে
মধুময় হয়ে জাগে জীর্ণ হিয়া ব্যপে,
ব্যর্থতার লগ্নগুলি
রোমাঞ্চিত নীপ সনে ওঠে দুলি' দুলি'।

ওরা কহে, এ আমার দুখের বিলাস
মেঘাশ্লিষ্ট করি মিছে কুসুমের মাস,
ওরা কভু জানে নাতো
ব্যথার কণ্টকে তুমি পুষ্প-শয্যা পাতো।

আজো ওরা জানে নাই মোর পর্ণ গেহে
রাণীর ঐশ্বর্য নামে তোমার এ দেহে ;

মৃত ওরা বোঝে নাই
ব্যথা দিতে ব্যথা পেতে কি শিহর পাই।

আমারে না চিনে ওরা, কহে শুনি দূরে
আমি নাকি স্তব্ধ বেণু সাধি স্বপ্ন-সুরে,
এ স্বপ্নে কী মায়া আছে—
কাছে থেকে তবু ভাবা তুমি নাই কাছে।

ভুখা

এত অগ্নি কোথা পায় ?
কবে থেকে সূর্য জ্বলে,
কাঁকরের নিষ্করুণ পথে যারা চলে
তাদের মাথায় 'পরে সূর্য জ্বলে ;
আর জ্বলে বুকের পাঁজর-পোড়া ভুখা-বহ্নিশিখা
আর জ্বলে দুর্ভাগ্যের রাজটীকা।
এরা চেয়ে থাকে পিরামিড তাজমহলের পানে,
দীর্ঘশ্বাস টানে
আর চাহে হাত আর হাতুড়ির পানে
আর তিন পুরুষের ঝ'রে পড়া নীলচে ঘামের পানে।
এরা-ই তাকায় ধানের শীষের দিকে,
বুকে চেপে ধরে হাতের বিশ্বস্ত কাস্তেটিকে
আর বুকে ধরে অভিশাপে ডেকে-আনা শিশুটিকে
নিভে না তো চোখের আগুন, হয় না তো ফিকে।

বেঁচে আছে মৃত্যু নাই ;
মৃত্যু নাই বেঁচে আছে তাই ;
আকাশের সূর্য যাবে ম'রে
নিরলম্ব গ্রহ আর তারা যাবে ঝ'রে প'ড়ে
পৃথিবীর হবে লয়,
এরা শুধু মরিবার নয়—
এমন ক্ষুধা কি হতে পারে লীন ?
শীতের সাপের মত হয় ক্ষীণ
তবু বাঁচে তবু থাকে,
আবার আসিবে নূতন সূর্যের ডাকে।
সূর্য-ও জ্বলবে
এরা-ও জ্বলবে
আর চলবে-ও চিরদিন চিরকাল,
মানুষ নয় তো এরা, তাই মৃত্যু নাই
এরা যে জঞ্জাল
এরা যে কঙ্কাল

কালের ঐ বুকে এরা মহাকাল,
সূর্য-ও জ্বলবে
এরা-ও জ্বলবে চিরকাল।

কুমারী মহুয়া কাঁদে

আজ রাতে মহুয়ার বক্ষমাঝে আসে নাই প্রমত্ত জোয়ার,
পান-পাত্র কেন তবে ধ'রে রাখো, ভাঙো তারে, কি কাজ তাহার ?
ছিল নাকি সুতন্বী পথের রেখা এইখানে পাহাড়ের পাশে,
দেখিতে কি পাও কিছু ? আঁধার ঘিরেছে তারে নির্লজ্জ উল্লাসে।
এমন নারকী রাতে যদি নিভে এই দীপ কিবা ক্ষতি কার !
শোন অই কুমারী মহুয়া কাঁদে প্রথম প্রণয় ব্যর্থ তার।

কথা নয় ঘুম নয় এই রাতে, কাছে এসো ব'সো বাতায়নে,
গুহায় বন্দী যে বায়ু আসিবে সে, তার কথা শুনো এক মনে,
অশ্রুত কাহিনী কত ছোট ছোট হৃদয়ের কত ভাঙ্গা গড়া,
কিবা তার জানো তুমি ? কত প্রেম-শিলালিপি, বোঝনি তোমরা ;
না হয় আজি এ রাতি শীতল আঁধারে ঢাকা, তবু কোনদিন
মধু-লগ্ন ছিল ঘিরে—মহুয়ার মাল্যে ছিল বসন্ত নিলীন !

দেবদারু বনে অই শুক্‌নো পাতার শুনি বিলাপিত সুর,
বন্ধুর লাগিয়া তবু কোনদিন বেজেছিল বাঁশরি বঁধুর;
পাহাড়ের কোন মেয়ে করবীর কলি দিয়ে কবরী সাজায়ে!
যৌবনের দুঃসাহসে যেত নাকি অভিসারে নূপুর বাজায়ে!
তৃণের উদার শয্যা শুক্লা রজনীর শেষে রচিতো বাসর,
আসিবে না সেই নিশি, ভেঙ্গেছে পাহাড়ী ঝড়ে মহুয়ার ঘর।

ও-পথে যেওনা তুমি কাঁদুক মহুয়া একা ভুলিতে কাঁদন,
ভাঙ্গো নাই পাত্রখানি? দাও তবে একবার জন্মের মতন।
মহুয়া বাঁচুক ম'রে, তুমি মোর কাছে এসো দাও পাত্র ভরি'—
ব্যথায় বিস্বাদ কেন—কার অশ্রু এ-ভৃঙ্গারে রাখিয়াছ ধরি'?
মহুয়ার? কাজ নাই, ভাঙ্গো পাত্র প্রাণশূন্য পাষাণে ফেলিয়া
প্রিয় পাশে থাকো প্রিয়া, কাঁদুক মহুয়া বনে—প্রিয়-হীন প্রিয়া।

পথ

এ পথে কি গেছে রাজার কুমার শুধু
গেছে কি তাহার নিশান-উড়ানো-রথে ?
ক্ষুধার মিছিল ছায়ার মতন গেল
ভাঙ্গা পাত্রের টুক্‌রা আছে এ পথে
শুধু কি গিয়াছে বাসরের বর-বধূ
সানা'য়ের সুরে বেজেছে প্রভাতী বুঝি,
এ পথ নিয়েছে কত বক্ষের মণি
দীর্ঘনিশাস পেলে পেতে পার' খুঁজি'।

এ পথে লেগেছে ফাগুনের মায়া তুলি
পথধূলি পরে চাঁদের চেলীর সাজ,
দেখনি তোমরা ধূসর বালুর খেলা
বৈশাখী ঝড়ে উড়ে গেল যবে লাজ।

শ্বেত প্রাসাদের চরণ ছুঁইয়া বুকে
এ পথ শুধু কি নিরুদ্দেশেই গেছে ?
পীত দৃষ্টির পর্দা সরায়ে দেখ'
নিলাজ কুটীর গতি তার থামিয়েছে।
দীপালীর রাতে লক্ষ প্রদীপ জ্বালা
তোমরা দেখিলে—পাথুরে বণিকদল,
হৃদয়ে থাকিলে একটু ফল্গুধারা
দেখিতে আঁধারে অশ্রু-দরিয়া জল।
তোমাদের মত এপথেই রহে কা'রা
তবু যে বন্ধু তোমাদের কেহ নয়,
এপথে নামিছে তোমাদের রাঙা উষা
ওরা দেখে শুধু কেমনে গোধূলি হয়।

মাটি

জলে আর ঘামে ফসল ফলাবে এ মাটির এই বুকে ?
চাষা ছিলে জানি বোকা হলে বল' কবে—
নীল্‌চে রক্ত পার' না ঢালিতে ?—নাই রাঙা টুকটুকে :
যদি চারা থাকে বাহির হইতো তবে।

মাটি যে ফতুর, ফাটলে তাহার প্রাণের বাষ্প আসে,
পাঁজর-জ্বালানো চিতা জ্বলে তলে তলে,
সে দিয়েছে তার বুকের রক্ত তোমার ধানের শাঁসে :
ফসল ফলাবে কালো ঘামে আর জলে ?

লাঙলের ফলা ফিরে ফিরে আসে, নেমক-হারাম মাটি !
মরণ-মুখীর মুখে দাও তাই লাথি !
কামধেনু ছিল ঘরে ঘরে দিল দুধের সোনার বাটি,
নবান্ন-রাতে দীপান্বিতার বাতি।

দিলে কার পায় ?—চোখে ছিল জল, সাত সাগরের জল—
একটি বিন্দু পার' না মাটিরে দিতে ?
কৃপণ মেঘের ভিক্ষার জলে কি আর হইবে ফল ?
বাঁচার নামেই মরণ হইবে নিতে।

দাও নি তো কিছু কেবলি টেনেছ মাটি-নিংড়ানো সার
শবদেহে আজ খুঁজিছ রসের ধারা,
অনেক নিয়েছ, ফাঁকির বেসাতি চলে জেনো একবার।—
তোমার তরেই বসুধা সর্বহারা।

ঘুণে-ধরা অই অস্থি ক'খানা মানুষ বলিতে ভয়,
দাও না গুঁড়ায়ে মাটির পরতে তা'রে—
জনমের দেনা তবু যদি কিছু এমনি শোধানো হয়,
হয়ত ধরাতে কিছু ফিরে দিতে পারে।

হয়তো পাষাণে সুগহন স্তরে নিভৃতে জমিবে সুধা,
খোসার বক্ষে শাঁসালো প্রাণের ধারা,
নহে জীবনের,—হয়তো মিটিবে একটি দিনের ক্ষুধা,
শুধু জলে ঘামে পাথরে মিলে না সাড়া।

অনাগত বসন্ত

মনে কর' তুমি আমি নাই,
আমাদের শ্রাবণে-বসন্তে আলাপনে ভরা এ ক্ষুদ্র প্রহরগুলি নাই,
তৃণের মমতামাখা পায়ে-চলা পথ ধ'রে শুধু চলা আর যাওয়া,
সারা রাত জেগে জেগে কক্ষচ্যুত তারকার মৃত্যুপথ চাওয়া—
এক ফোঁটা অশ্রুজল
বেদনার সমুদ্র অতল;—
মনে কর' কিছু নাই;
তুমি আমি নাই,—আমাদের ঘিরে-থাকা ছোটখাটো কথাগুলি নাই।
আকাশের এই স্বর্গ তোমার আমার কত পেয়েছে প্রণাম—
জীবনের স্বপ্নালস মাহেন্দ্র-লগনে রাতের চাঁদেরে মোরা
দিয়ে গেছি শতনাম।

সমুদ্রের তীরে তীরে
আনমনে শুনিয়াছি কোন্ ঢেউ এলো আর কেবা গেল ফিরে,

ভঙ্গুর ভৃঙ্গার ধরি'
মানে অভিমানে সুধায় গরলে ভরি'
এ জীবন করিয়াছি পান,
মনে কর' থেমে গেছে আমাদের মজলার চৈতালীর গান!
তুমি আমি নাই
এইক্ষণে মনে মনে মন কর' তাই।
তুমি আমি নাই,
পৃথিবীর শূন্য পরিক্রমা থামিবে না তাই,
আজিকার এই সূর্য গোধূলির প্রান্তে থামি'
ভাবিবে না কোথা সেই তুমি আর আমি,
যে-ফুলের স্নিগ্ধ নামে ডেকেছি তোমায়
ফুটিবে সে ফুটেছে যেমন, মনে তার পড়িবে না কা'রা গেল হায়!

রক্তের পসরা ল'য়ে কত মধুকর ডিঙ্গা এই ঘাটে ভিড়ে
যাবে ফিরে,

এই বালুতটে কা'রা বেঁধেছিল খেলাঘর
ভুলিবে সাগর।
তুমি আমি নাই,
মিছিল চলিছে তবু, মনে ক'র দেখি তাই,
দেখি দূর হতে সেই তুমি-আমি-খেলা
চলিয়াছে তুমি-আমিহীন এই পৃথিবীতে সারাবেলা।
অসহ্য বেদনা সেই
আমরা যে নেই
আদিম সৌভাগ্য ল'য়ে ধরিত্রীর আছে সব কিছু!
আমরাই রেখে গেছি পিছু।
ওরা কয় হিংসুকের পীত দৃষ্টি আমাদের—
এ প্রকাশ ঈর্ষী অন্তরের।
আজিকার মুক্তাগলা শুক্লা রাত সাক্ষ্য করি' করিব স্বীকার
আমাদের পরে সাগর মৃত্তিকা র'বে শশী-রবি আর
অসহ্য দহন সেই,

তার চেয়ে এসো ভাবি তুমি আমি র'বো চিরদিন
এ পৃথিবী শুধু নেই।

কাফুনের মানুষ

সারা দেশটা-ই সমাধি-সমান—ওরা কয় সোনা ফলে,
কাফুনে বাঁচিয়া জীয়ানো মানুষ মরে না মারণ-কলে,
ফাঁকা আকাশের এতটুকু নীলে এদের সর্বনাশ,
বাতাসের শ্বাসে ফুসফুসে এরা পায় না খুঁজিয়া শ্বাস।
অঙ্কুরান আয়ু ল'য়ে
শিলার শিল্পে চিত্রালী-নর আছে ইতিহাস হয়ে।
সূর্যের শিশু কহিয়া এদের কে করেছে অপমান?
একটু আঁধার নয়নে পাইলে শত রবি করে দান।
চৈতালী রাতে পাছে বোকা চাঁদ মমতার কণা আনে,
তাই তো অদ্ভুত অমা-রাত্রিরে আপনার মাঝে টানে,
কবর চিরিয়া কোথায় ফাটলে ফুটিতে চাহিছে ফুল—
নিকষে ঘষিয়া ক'য়ে দিল এরা গোটা বসন্ত ভুল।
এদের মরণ নাই,
ফুরায় না এরা ফুরাবে না তাই পৃথিবীর পরমাই।

মুখচন্দ্রিকা

রাত নামে,
রাত নামে অই গগন-সীমায়
আঁখির পাতায়, মৃত সূর্যের চিতায় চিতায়
রাত নামে।
নামে রাত যেন কালো ঈগলের কজ্জল-ডানা,
এ-পৃথিবী তা'র আকাশ-নীড়ের এতটুকু ছানা,
রাত নামে তাই চুমোর মতন ঘুমের মতন
মল্‌মলে-মোড়া নরম স্বপন
রাত নামে।
নামে রাত অই নগর চূড়ায়
মীনার-চূড়ায় প্রাসাদ চূড়ায়
আর নামে এই কুটির-ছায়ায়
তোমারি মতন শীতল মায়ায়
রাত নামে।

চাঁদ নাই দূরে
বাঁশি নাই সুরে
চাঁদ নাই দূরে
মৃগচন্দ্রিকা এই রাতে হলো তোমার আমার—
থাক্ না আঁধার।
মনে পড়ে সেই প্রথম চাহনি প্রথম মিলনে প্রথম প্রণয়ে
কুমারীর নব বাসকের সাজে—প্রথমার ভয়ে।
রাত নামে আর নামে আজো লাজ তোমার নয়নে
স্তিমিত ভয়ের ফিকে নীল, তা-ও দেখি ক্ষণে ক্ষণে।
বনের শাখায়
শাখার পাতায়
পাতার শিরায় রিম ঝিম নামে জড়িমা ঘুমের,
এ রাতির মায়া নয় যে ওদের।
তুমি আমি জাগি, আর জাগে মৃগচন্দ্রিকা-রাতি,
আর জাগে সেই প্রথম রাতের এ প্রথম-বাতি।

সেদিনের সেই মালা বুঝি নাই,
কাঞ্চন-থালে চন্দন নাই
পঞ্চ প্রদীপ বল' কোথা' পাই—
তবু তুমি আছ আর আমি আছি,
সেই ভয় লাজ, ভয়ে লাজে প্রেম আজো আছে বাঁচি।
রাত নামে আর তোমার নয়ন আমার নয়নে নামে ধীরে ধীরে
রাত নামে অই বনানীর শিরে
রাত নামে এই পৃথিবীরে ঘিরে
ধীরে আর ধীরে ;
আর নামে প্রেম আমার কুটিরে
পরাণের তীরে
তোমার আমার নয়নের নীরে ;
চির-রাতি মাঝে
ভয়ে আর লাজে
রাত নামে।

ইস্পাতী কল

মাথার উপরে সূর্য্য জ্বলেছি আজ
রক্তে এখনো লাগেনি কি নীল ঝাঁঝ ?
কবির মতন ঝিমায় চাষার চোখ !
গাঁয়ের কাস্তে সহরে মেশিন হোক।

ফসলে ফসলে হল্‌দে সাগর দুলে,
কত নেবে বল' ছোট অই মুঠি খুলে ?
মরুর মতন পা'বার তৃষ্ণা নাই,
ফসল আজিকে বিফল হলো যে তাই।

মাটির বুকের দুধের শিশু যে ধান,
মাটি কি ছাড়িবে ?—শিরায় রয়েছে টান।
দস্যুর মত ছিনায়ে আনিতে হবে,
কাড়িতে জানিলে পাওয়া হয় জেনো তবে।

গোলায় তোমার এক কণা ক্ষুদ নাই,
লোহার পাঁজর ঝাঁঝর হয়েছে তাই!
ছিঁচ-কাঁদুনের কান্না কেঁদেছ ঢের,
সাত পুরুষের পাপের টানিছ জের।

মাথার উপরে সূর্য উঠেছে জ্ব'লে
হাতের কাস্তে গিলুটিন যেন চলে
কলের ধোঁয়ার গন্ধ জমেছে নভে
মানুষ তোমরা ইস্পাতী কল হবে।

পৃথিবী

ভালবাসি মৃত্তিকার পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণা,
রূপমুগ্ধ চিত্ত মোর নিভৃত নিলয়ে যোগাসনা
সুন্দরের মহাতীর্থে। অকুণ্ঠিত দাতার গৌরবে
প্রতি রক্তবিন্দু হ'তে প্রেমের নির্যাস দিনু সবে।
দুঃখবাদী আঁখি মোর ধরণীর পথে পান্থ হ'য়ে
দেখে নাই আনন্দের পূর্ণ মেলা পীত দৃষ্টি লয়ে;
দেখেছে ফণীর ফণা, পদতলে কণ্টকের সাড়া,
অপবিত্র ব্রণসম অমলিনে মৃত্যু দেয় যারা;
দেখেছে নয়ন মোর দেবতার সিংহাসন' পরে
অসুন্দর দানবের অধিকার যুগ যুগ ধ'রে।
অবিশ্বাসী শ্রুতি মম শুনিয়াছে জন্মকাল হ'তে
ধ্বংস-যাত্রী মানবের অতৃপ্ত বিলাপ,—বহ্নি-স্রোতে
বিদ্রোহের অভিশাপ স্রষ্টার সুখের স্বর্গে পশে;
দুর্দিনের ঝঞ্ঝা-তূর্যে শুনিয়াছি অমোঘ নির্ঘোষে

কে যেন কহিছে—বিধাতার অপকীর্তি এ পৃথিবী
প্রতি রন্ধ্রে বিষ-বাষ্প ; কেন তারে ভালবাসা দিবি ?
আত্মার অজ্ঞাতে দুঃস্বপ্নের প্রেতভীরু কণ্ঠ মোর
আর্তনাদে কহিয়াছে—রে মানব আসে মৃত্যু তোর,
মহাশূন্যে মহাকাল গ্রহতারা চন্দ্রসূর্য ল'য়ে
খেলার পুতুল করি' করে খেলা সৃজনে প্রলয়ে।
কণ্ঠের সঙ্গীত মোর আত্মারে কহিল—এ পৃথিবী
ক্ষণেকের ইন্দ্রধনু, কেন তারে ভালবাসা দিবি ?

তবু ভালবাসি এ ধরায়,
আজিও বসন্ত আসে পৃথিবীর অরণ্য-শাখায়
এখনো শুনিতে পাই অন্তরের শ্রুতিপথ দিয়া
অশ্রুত স্বর্গের কথা মেঘে মেঘে আসিছে ভাসিয়া
অতি ঘৃণ্য পৃথিবীর রক্তিম আকাশে। নব তৃণে
কান পাতি' অতল পাতাল-গীতি লইয়াছি চিনে

ধরিত্রীর পুষ্পিত প্রান্তরে। আমার জীবন-মাঝে
অরূপের নিত্যরূপ অপার ঐশ্বর্য ল'য়ে সাজে।
হেথায় চিনেছি আমি আপনারে বিশ্বের মুকুরে
সবারে পেয়েছি হেথা অন্তরের শূন্য অন্তঃপুরে।
প্রেমের মধুক ফুল ভরে নাই আজো হলাহলে
চাঁদের আশ্লেষ-শিহরিত মদালস কুঞ্জতলে
ধ্রুবতারা সাক্ষী করি' আজো মোর প্রেম-পূজারিণী
মৃত্যুহীন ভালবাসা দেয় মোরে, তারে আজো চিনি।
সে-জীবন মিথ্যা নয়—মিথ্যা নয় সে-চিরসঞ্চয়—
প্রয়াণ-পাথেয় সে যে। আত্মা মোর গাহে তার জয়।
যেটুকু দিয়েছি আমি, বসুধার মৃৎপাত্রে পাই
শতগুণ ;—শেষের অশেষ প্রেম তারে দিয়ে যাই।

কবির
"রাতের রূপকথার"
স্বপ্ন
'ঈগলের'
পক্ষচ্ছায়ার অন্ধকারে
স্বপ্ন হয়ে রইলো কি
আর ? সাগ্নিক
জ্যোতিষ্কের গতি নিয়ে
পৃথিবীর-পরিক্রমায়
বেরুলো সে—
আদর্শের ধূমায়িত নীহারিকা
নয় এ;—শত সূর্যের
ধ্রুবতায় প্রত্যক্ষ।